কালের কণ্ঠ

তারিখ 23 AUG 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

প্রধান শিক্ষককে জুতাপেটা

প্রতিবাদে কালীগঞ্জে ক্লাস বর্জন, বিক্ষোভ

লালমনিরহাট প্রতিনিধি ▷

বিদ্যালয়ের তহবিল থেকে চাহিদামতো টাকা ধার না দেওয়ায় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি প্রধান শিক্ষককে জুতাপেটা করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত রবিবার বিকেলে লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলার গোপাল রায় পঞ্চপথী উচ্চ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা চলাকালে ঘটনাটি ঘটে। এ ঘটনায় কমিটির সভাপতি আতাউজ্জামান রঞ্জুর শাস্তি ও অপসারণ দাবিতে গতকাল সোমবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাস বর্জন শুরু করেছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। দাবি আদায়ে গতকাল তাঁরা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মানববন্ধন করেন।

প্রধান শিক্ষকসহ বেশ কয়েকজন শিক্ষক ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য অভিযোগ করেন, বিদ্যালয়টির তহবিলে থাকা দেড় লাখ টাকা বেশ কয়েক দিন ধরে ধার চাচ্ছিলেন কমিটির সভাপতি আতাউজ্জামান রঞ্জু। টাকাগুলো প্রধান শিক্ষক ও সভাপতির যৌথ ব্যাংক হিসাবে জমা আছে। টাকা নিতে ঝরবার চেকে সই করার জন্য চাপ দিয়ে আসছিলেন রঞ্জু। কিন্তু প্রধান শিক্ষক জাহাঙ্গীর আলম এভাবে টাকা দিতে অপারগতা জানিয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় বিষয়টি সমাধানের পরামর্শ দেন। এ নিয়ে গত রবিবার সকালে প্রধান শিক্ষককে জরুরি সভা ডাকার পরামর্শ দেন সভাপতি। পরে বিকেলে ডাকা সভা হয়। সভায় উপস্থিতরা রঞ্জুর চাপে একপর্যায়ে তাঁকে ৫০ হাজার টাকা ধার দিতে একমত হন। কিন্তু বিষয়টি মেনে নিতে পারেননি সভার সভাপতি রঞ্জু। তিনি উত্তেজিত হয়ে রেগুলেশন বইয়ের কয়েকটি পাতা ছিঁড়ে ফেলে নিজের পায়ের জুতা খুলে সবার সামনেই প্রধান শিক্ষককে পেটাতে থাকেন, অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেন এবং নানাভাবে হুমকি দেন।

সভায় উপস্থিত বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ও শিক্ষক প্রতিনিধি আরজুফা ইয়াসমীন মিনু অভিযোগ করেন, সভায় ৫০ হাজার টাকা দেওয়ার কথা বলায় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি স্যান্ডেল খুলে প্রধান শিক্ষককে মারতে থাকেন এবং তাঁকেসহ অন্য শিক্ষকদের দেখে নেওয়ার হুমকি দেন। প্রধান শিক্ষক জাহাঙ্গীর আলম এখনো বিভিন্নভাবে হুমকি পাচ্ছেন বলে অভিযোগ করেন।

লালমনিরহাটের কালীগঞ্জের গোপাল রায় পঞ্চপথী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে জুতাপেটা করার প্রতিবাদে গতকাল মানববন্ধন করে ওই স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। ছবি : কালের কণ্ঠ

এ ঘটনার প্রতিবাদে গতকাল থেকে ক্লাস বর্জন শুরু করেছে বিদ্যালয়টির শিক্ষার্থী-শিক্ষকরা। সভাপতির শাস্তি ও অপসারণ দাবিতে তাঁরা গতকাল প্রখর রোদে দাঁড়িয়েই ব্যানার ও ফেস্টুন নিয়ে ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধন করেন। মানববন্ধনে অংশ নেওয়া অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী আশিক বিল্লাহ বলে, 'আমাদের প্রধান শিক্ষককে মারধর ও সহকারী শিক্ষক আবুল আলাম আজাদী স্যারকে লাঞ্ছিত করায় আমরা অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাস বর্জন করছি।' আরেক শিক্ষার্থী আইরিন আক্তার জানায়, যত দিন পর্যন্ত প্রধান শিক্ষককে মারধরের বিচার হবে না তত দিন তারা ক্লাসে ফিরবে না।

জানতে চাইলে গোপাল রায় পঞ্চপথী উচ্চ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি আতাউজ্জামান রঞ্জু অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে স্কুলের হিসাব চাওয়া হলেও প্রধান শিক্ষক তা দিচ্ছিলেন না। তাই রবিবারের মিটিংয়ে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে একটু কথা কাটাকাটি হয়।'

কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. শাহীনুর আলম বলেন, 'বিষয়টি জানতে পেরে প্রধান শিক্ষককে আইনের আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শের পাশাপাশি উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে দ্রুত সরেজমিন তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'